দৈনিক ইত্তেফাক

১১/০৮/২০১৫

উৎসব বোনাস নির্ধারণ করে দেয়ার প্রস্তাব বিকেএমইএ'র

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গার্মেন্টস খাতসহ অনেক খাতে শ্রম আইনে উৎসব বোনাসের বিষয়ে কিছু বলা নেই। ফলে ঈদের আগে শ্রমিকদের কারখানা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হারে বোনাস দেয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর ফলে অনেক কারখানায় অসন্তোষের ঘটনাও স্মরণযোগ্য। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য উৎসব ভাতা নির্ধারণ করার পক্ষে মত দিয়েছে নীটওয়্যার পোশাক প্রস্তুতকারক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ। সংগঠনের সভাপতি সেলিম ওসমান শ্রম প্রতিমন্ত্রীকে উৎসব ভাতা প্রদানের কাঠামো নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে গার্মেন্টস মালিকদের অন্যান্য সংগঠনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিকেএমইএ'র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, একটি সঠিক কাঠামো নির্ধারণ করা গেলে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প উদ্যোক্তাদের ভিন্ন ভিন্ন ঈদ বোনাস বা উৎসব ভাতা প্রদান করতে হবে না। তাছাড়া পার্বণ কালীন সময়ে শ্রমিকদের উক্ত অতিরিক্ত টাকা প্রদানকে ঈদ বোনাস, নাকি উৎসব ভাতা, নাকি অন্য কোন নামে অভিহিত করা হবে তাও নিশ্চিত করা জরুরি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপন হবে। এর পূর্বেই এ বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ কাঠামো ঠিক করা গেলে পুরো শিল্প উপকৃত হবে। তাছাড়া ঈদের পূর্বে উৎসব ভাতা নিয়ে যে শ্রম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

সর্বশেষ ২০১৩ সালে শ্রম আইনের সংশোধন হয়েছে। ওই আইনে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ওই আইনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সংযোজন করা হয়। তবে উৎসব বোনাসের ক্ষেত্রে কোন কথা সংশোধিত শ্রম আইনে বলা নেই। তবে কারখানাগুলো সাধারণত শ্রমিকদের মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হারে শ্রমিকদের বোনাস দিয়ে থাকে। কোন কারখানা এর চেয়ে কম-বেশি দিয়ে থাকে। ফলে একই এলাকার শ্রমিকদের বোনাসে তারতম্যের কারণে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর ফলে বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ এমনকি কারখানায় হামলার ঘটনাও ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই অভিযোগ করে আসছেন শ্রমিক নেতারা। তাদের দাবি, উৎসব ভাতার বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। তবে মালিকপক্ষ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব সম্ভবত এটিই প্রথম।